# কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে চার সাংবাদিককে প্রহার করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৩ জুন ২০১১ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি মোঃ তৌহিদী হাসান শিপলু (২৬), আরটিভি চ্যানেলের কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি হাসান বেলাল (৩৩), একুশে টেলিভিশন চ্যানেলের কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি মোঃ জহুরুল ইসলাম (৩০) এবং একুশে টেলিভিশন চ্যানেলের কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধির ক্যামেরাম্যান সজীব আহমেদ খান (২৫) কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী সংস্কারে নিম্নমানের সামগ্রী দেয়া হচ্ছে এই অভিযোগ পাওয়ার পর সংবাদ সংগ্রহ করতে যান। কুঠিবাড়ীর মেরামত কাজের তথ্য সংগ্রহের সময় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানওজিএম এন্টারপ্রাইজ এর স্থানীয় ঠিকাদার এবং কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আলী হোসেনসহ (৪৫) স্থানীয় দুর্বৃত্তরা চার সাংবাদিককে বেদম প্রহার করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- প্রহৃত সাংবাদিক
- প্রত্যক্ষদর্শী
- হামলাকারী অভিযুক্ত ঠিকাদার
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

## হাসান বেলাল (৩৩), আরটিভির জেলা প্রতিনিধি

হাসান বেলাল অধিকারকে জানান, ২ জুন ২০১১ কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ থেকে একটি অভিযোগপত্র তাঁর কাছে আসে। পত্রে স্থানীয় জনসাধারণ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী কম্পাউন্ডের সংস্কারের কাজে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য অনুরোধ করে। অভিযোগের বিষয়টি তিনি আরটিভি চ্যানেলের ঢাকা অফিসকে জানান। আরটিভি তাঁকে একটি এসাইনমেন্ট দিয়ে ঘটনাটি অনুসন্ধান করতে বলে। এ কারণে তিনি ৩ জুন ২০১১ সকাল আনুমানিক ১১.৩০টায় সাংবাদিক মোঃ জহুরুল ইসলাম, ক্যামেরাম্যান সজীব আহমেদ খান এবং সাংবাদিক তৌহিদী হাসান শিপলুকে সঙ্গে নিয়ে কুঠিবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে আসেন দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার কুমারখালী প্রতিনিধি হাবীব চৌহান। তিনি কুঠিবাড়ীর দায়িত্বে থাকা কাস্টডিয়ান মোঃ মহিদুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে অভিযোগটি সম্পর্কে জানতে চান। কাস্টডিয়ান মোঃ মহিদুল ইসলাম তাঁকে জানান যে, তিনি এ ব্যাপারে কোন তথ্য দিতে পারবেন না এবং এই সংস্কারের কাজ দেখভাল করার জন্য প্রত্নতত্ত্ব

অধিদফতর খুলনা অফিস থেকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী জিল্লুর রহমানকে দায়িত্ব দেয়া আছে, তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তাঁরা চারজন কাস্টডিয়ানের কক্ষ থেকে বের হয়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলী জিল্লুর রহমানকে খুঁজতে থাকেন। এদিকে সংবাদ কর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে জিল্লুর রহমান ঘটনাস্থল থেকে গা ঢাকা দেন। এ সময় তাঁরা সামনে রাখা নির্মাণ সামগ্রীর ছবি তুলতে থাকেন। এমন সময় হঠাৎ করে ৬/৭টি মটর সাইকেলে প্রায় ১৩/১৪ জন এবং নির্মাণ কাজে কর্মরত শ্রমিকদের একটি অংশসহ প্রায় ২৫/৩০ জন লোক তাঁদের দিকে আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে ধেয়ে আসে। সে অবস্থায় তিনি ঐ লোকগুলোর নেতৃত্বে থাকা কুঠিবাড়ীর সংস্কার কাজের ঠিকাদার কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আলী হোসেনকে থামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু লোকগুলো কোন কথাই না শুনে তাঁর ক্যামেরাটি ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয় এবং তাঁর সঙ্গে থাকা একুশে টিভির কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি মোঃ জহুরুল ইসলামকে এলোপাথারী ভাবে মারধর করতে থাকে। একই সঙ্গে ক্যামেরাম্যান সজীব আহমেদ খানের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তার ওপর আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে। সেই সময় র্দুবৃত্তরা সজীব আহমেদ খানকে বেদম প্রহার করে। এক পর্যায়ে সজীব খান জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। এ সময়ে র্দুবৃত্তদের ভয়ে আশপাশের সাধারণ মানুষও তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে সাহস করেনি। এমন আতংকজনক পরিস্থিতিতে তিনি সেল ফোনের মাধ্যমে তাঁর ঢাকা অফিসকে এবং পুলিশকে বিষয়টি জানান। প্রায় একঘন্টা পর কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ সেখানে আসেন এবং তাঁদেরকে উদ্ধার করেন। পুলিশ সদস্যরা প্রথমে তাঁদেরকে কুমারখালী থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদেরকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান।

**মোঃ জহুরুল ইসলাম (৩০), একুশে টেলিভিশনের প্রতিনিধি**

মোঃ জহুরুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, ২ জুন ২০১১ একুশে টিভির অনুসন্ধান বিভাগ থেকে শিলাইদহ কুঠিবাড়ীর সংস্কারে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার ও দুর্নীতি হচ্ছে এই বিষয়ে তাঁকে তথ্যানুসন্ধানের এসাইনমেন্ট দেয়া হয়। সেই অনুসারে ৩ জুন ২০১১ সকাল আনুমানিক ১০.৩০ টায় তাঁরা কুষ্টিয়া শহর থেকে ক্যামেরাম্যান সজীব খানসহ প্রথম আলোর কুষ্টিয়া প্রতিনিধি তৌহিদী হাসান শিপলু এবং আরটিভি চ্যানেলের কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি হাসান বেলালসহ মোট ৪ জন কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ীতে যান। সেখানে কাস্টডিয়ান মোঃ মহিদুল ইসলামের সঙ্গে কথা শেষ করে ঐ সংস্কার কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা উপ-সহকারী প্রকৌশলী জিল্লুর রহমানকে খোঁজ করেন। এই সময় তাঁর ক্যামেরাম্যান সজীবকে কুঠিবাড়ীর সামনে সংস্কারের কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ভিডিও ফুটেজ নিতে বলেন। ক্যামেরাম্যান সজীব ফুটেজ ধারণ করছিলেন। এমন সময় কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আলী হোসেনের নেতৃত্বে হঠাৎ ৬/৭ টি মটর সাইকেলে করে ১৫ জন লোক সেখানে আসে। ওই ১৫ জনের সঙ্গে সংস্কারের কাজে কর্মরত আরও ১৪/১৫ জনসহ প্রায় ২৫/৩০ জন লোক অতর্কিতভাবে তাঁদের উপর হামলা চালায়। সংস্কারের কাজে নিয়োজিত মিস্ত্রী নিজাম উদ্দিন ও তার সঙ্গীয় লোকজন লাঠি, হকিস্টিক, লোহার রড, হাতুরী, শাবলসহ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরন দিয়ে তাঁকে ও ক্যামেরাম্যান সজীব খানকে আক্রমণ করে এবং ক্যামেরাটি ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তার উপর আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে। ক্যামেরাম্যান সজীবকে পেটানোর এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় ঐ র্দুবৃত্তরা তাঁদের অবরুদ্ধ

করে রাখে। আনুমানিক ১ ঘন্টা পর কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ আতিয়ার রহমান কয়েকজন পুলিশ সদস্য নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এবং তাঁদেরকে উদ্ধার করেন। তিনি জানান, পুলিশ সদস্যরা তাঁদেরকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে কুমারখালী থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে ভর্তি করান। চিকিৎসা শেষে পুলিশের সহযোগিতায় তিনি বাদী হয়ে দ-বিধির ১৪৩/১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/ ৩০৭/৩৭৯/৪২৭/১১৪ ধারায় কুমারখালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৪; তারিখঃ ০৩/০৬/২০১১। এরপর পুলিশের সাহায্যে এসে সন্ধ্যা ৭. ০০টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন।

**মোঃ তৌহিদী হাসান শিপলু (২৬), কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক প্রথম আলো**

মোঃ তোহিদী হাসান শিপলু অধিকারকে জানান, হাবীব চৌহান এবং আরটিভি চ্যানেলের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি হাসান বেলালের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে গত ৩ জুন ২০১১ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে পৌঁছান। সেখানে এলাকাবাসীর লিখিত অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা সংস্কার কাজে ব্যবহৃত নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রীর ফটো তুলতে শুরু করেন। এমন সময় আনুমানিক দুপুর ১২.০০টায় হঠাৎ ঠিকাদার এবং কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আলী হোসেন এর নেতৃত্বে ২৫/৩০ জন লোক এসে তাঁদের ওপর আক্রমন চালায়। পরিস্থিতি খারাপ দেখে প্রাণভয়ে তাঁরা সেখান থেকে দৌঁড়ে কুঠিবাড়ীর মূল ফটকের বাইরে এসে গেট সংলগ্ন শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। এ সময় ঐ রবীন্দ্র সংসদের দায়িত্বে থাকা কামাল হোসেন তাঁদের সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে রক্ষা করার জন্য দরজা বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেন। তিনি এবং হাবীব চৌহান আতংকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঐ ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকেন। আনুমানিক ৫ মিনিট পর আক্রমনকারীরা এসে রবীন্দ্র সংসদ ভবনের উত্তরের দরজা রড ও লাঠি সোঁটা দিয়ে ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে তাঁদের টেনে হেচঁড়ে বের করে আনে। আলী হোসেন ও তাঁর সহযোগীরা তাঁদের বেদম প্রহার করে। পুলিশকে এই আক্রমনের খবর দেয়ার ঘন্টা খানেক পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকেসহ অন্যদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। এ বিষয়ে কুমারখালী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি এ ঘটনার মূল আসামী ঠিকাদার ও কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আলী হোসেনকে গ্রেফতার এবং তার শাস্তি দাবি করেন।

**কামাল হোসেন (৪৪) প্রত্যক্ষদর্শী**

কামাল হোসেন অধিকারকে বলেন, তিনি শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ এর এডুকেশন প্রোগ্রামার। ৩ জুন ২০১১ আনুমানিক সকাল ১১.৩০ টায় তিনি তাঁর অফিসে বসে কাজ করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দুইজন লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে এসে তাঁকে জানান, তাঁরা সাংবাদিক, এখানে সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। ঠিকাদারের লোকজনরা তাঁদেরকে মারতে চাচ্ছে। এজন্য তাঁর কাছে তাঁরা আশ্রয় চান। তিনি তখন তাঁদেরকে লাইব্রেরীর বুক সেলফের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে সহযোগিতা করেন ও রুম থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে নিকটস্থ চায়ের দোকানে বসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পর তাঁর পূর্ব পরিচিত কুঠিবাড়ীর নির্মাণ সংস্কার কাজের ঠিকাদার কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আলী হোসেন ও নির্মাণ শ্রমিক নিজাম উদ্দিনসহ ১৫/২০ জন লোক এসে রবীন্দ্র সংসদের তালা খুলে

দেয়ার জন্য তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করেন। তাঁর কাছে তালার চাবি নেই বলে দরজা খুলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু আক্রমনকারীরা রবীন্দ্র সংসদের পেছনের দরজা লাঠি দিয়ে ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে এবং সংসদের ভেতর থেকে প্রথম আলোর প্রতিনিধি তৌহিদী হাসান শিপলুকে টেনে হেচঁরে বের করে আনে। একই সঙ্গে সবাই তাঁকে লাঠি-সোটা, হাতুরি এবং লোহার রড দিয়ে এলো-পাথারি মারধর করে। অবস্থা বেগতিক দেখে কুঠিবাড়ীর নিকটস্থ জনগণ ও স্থানীয় দোকানদাররা আক্রমনকারীদের ঠেকানোর চেষ্টা করলে তাদেরকেও হুমকি ও ভয়ভীতি দেখানো হয়। আনুমানিক দুপুর ১২.০০ টায় কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এসে কুঠিবাড়ীর ভেতর থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় অবরুদ্ধ সাংবাদিকদের উদ্ধার করেন।

**মোঃ মহিদুল ইসলাম, কাস্টডিয়ান, প্রত্নতত্ব অধিদফতর, কুষ্টিয়া**

মোঃ মহিদুল ইসলাম বলেন, ৩ জুন ২০১১ আনুমানিক ১১.৩০ টায় দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক তৌহিদী হাসান শিপলু, একুশে টেলিভিশনের সাংবাদিক মোঃ জহুরুল ইসলাম, আরটিভির সাংবাদিক হাসান বেলাল এবং আরটিভির ক্যামেরাম্যান সজীব তাঁর অফিস কক্ষে এসে কুঠিবাড়ীর নির্মাণাধীণ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের খোঁজ খবর জানতে চান। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানার জন্য নির্মাণ কাজ তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্নতত্ব অধিদফতর খুলনা অফিসের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জিল্লুর রহমানের সঙ্গে কথা বলতে তিনি তাঁদের অনুরোধ করেন। পরে তিনি জানতে পারেন, শ্রমিকরা সাংবাদিকদের মারধর করে। দুপুর ১২.১৫ টার দিকে কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ আতিয়ার রহমান কয়েকজন পুলিশ সদস্য নিয়ে তাঁর অফিসে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে আহত সাংবাদিকদের নিয়ে চলে যান।

**জিল্লুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রত্নতত্ব অধিদফতর, খুলনা**

জিল্লুর রহমান অধিকারকে বলেন, কুঠিবাড়ীর নির্মাণ কাজ তত্বাবধায়নের দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত আছেন। তিনি ৩ জুন ২০১১ শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীতে সাংবাদিকদের মারধর করার যে ঘটনাটি ঘটেছে সে বিষয়ে কিছুই বলতে রাজি হননি।

**আলী হোসেন (৪৫), স্থানীয় ঠিকাদার, জিএম এন্টারপ্রাইজ, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, কুষ্টিয়া শহর আওয়ামীলীগ ও ঘটনার মূল আসামী**

আলী হোসেন অধিকারকে বলেন, তিনি বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের কুষ্টিয়া শহর শাখার সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক। শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীর অভ্যন্তরে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তিনি ঠিকাদার নিযুক্ত হন।

৩ জুন ২০১১ তাঁর এলাকায় তিনি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আনুমানিক সকাল ১১.১৫ টায় কুঠিবাড়ীস্থ তাঁর কাজের সাইট থেকে হেড মিস্ত্রী নিজাম উদ্দিন তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, কুষ্টিয়া থেকে ৪/৫ জন সাংবাদিক এসে কাজের সাইটের ছবি তুলছেন এবং নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিতে বলছেন। এ সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে কুঠিবাড়ী যান এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে, সাংবাদিকরা তাঁর শ্রমিকদের সঙ্গে

বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে থাকা লোকজন সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং এক পর্যায়ে হাতাহাতি বেধে যায়। তিনি তা রোধ করার চেষ্টা করেন।

**শেখ আতিয়ার রহমান, অফিসার ইনচার্জ, কুমারখালী থানা, কুষ্টিয়া**

শেখ আতিয়ার রহমান অধিকারকে বলেন, ৩ জুন ২০১১ সকাল ১১.৩০টায় একজন মোবাইলে তাঁকে ফোন করে জানান, কুঠিবাড়ীতে র্দূবৃত্তরা চার সাংবাদিককে মেরে আহত করেছে। তিনি কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে দুপুর ১২.০০টার দিকে কুঠিবাড়ীতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, কয়েকজন লোক মিলে একজনের মাথায় পানি ঢালছে। তিনি সেখান থেকে আহত অবস্থায় হাসান, জহুরুল, সজীব ও বেলাল নামে চার জনকে উদ্ধার করেন। বেলাল সামান্য আঘাত পাওয়ায় তাকে ছাড়া আহত বাকী তিনজনকে চিকিৎসার জন্য কুমারখালী থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে ভর্তি করান। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে জহুরুলকে বাদী করে দ-বিধির ১৪৩/১৪৮/১৪৯/ ৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৪২৭/১১৪ ধারায় কুমারখালী থানায় একটি মামলা দায়ের করান। মামলা নম্বর ৪; তারিখঃ ০৩/০৬/২০১১।

**এসআই জহির উদ্দিন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা, কুমারখালী থানা, কুষ্টিয়া**

এসআই জহির উদ্দিন অধিকারকে বলেন, জহুরুল ইসলামের দায়ের করা ৪ নম্বর মামলাটি তিনি তদন্ত করছেন। এ মামলায় আলী হোসেন, নিজাম উদ্দিন ও মোহাম্মদ শাহীনসহ অজ্ঞাতনামা ২০/২৫ জনকে আসামী করা হয়েছে। হেড মিস্ত্রী নিজাম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন।

**এসআই মোঃ আলিম, জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি), কুষ্টিয়া**

এসআই মোঃ আলিম গত ২৭ অগাস্ট ২০১১ অধিকারকে বলেন, কুমারখালী থানার ৩ জুন ২০১১ একুশে টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক জহুরুল ইসলামের দায়ের করা ৪ নম্বর মামলাটি ডিবিতে স্থানান্তর হয়েছে। তিনি মামলাটি তদন্তের দায়িত্বে আছেন। তিনি জানান, হেড মিস্ত্রি নিজাম উদ্দিন জেল হাজতে রয়েছে। আর আলী হোসেন ও মোহাম্মদ শাহীন হাইকোর্ট থেকে অর্ন্তবতীকালিন জামিনে রয়েছে। মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানান।

অধিকার তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বপালনকালে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা র্দুবৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও আইনের কাছে সোপর্দ করার দাবী জানাচ্ছে।

**-সমাপ্ত-**